প্রধান মন্ত্রীর সংলাপ প্রস্তাব এবং বিরোধী দলীয় ঐক্য প্রচেষ্টা।

প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া ২১শে আগষ্টের ঘটনার তিন দিন পর শেখ হাসিনার কাছে সংলাপের প্রস্তাব পেশ করেছেন। মার্কিন সিনেটার ক্রাউলি ও ঢাকাস্থ মার্কিন দূতসহ দুচার জন বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী-কাম-সাংবাদিক ও একটি ব্যবসায়িক সংগঠনের এক নেতাও মনে করেন খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা এক সাথে বসতে পারলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। ঐ ভদ্রলোকেরা আসলে সংকটের গভীরতা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি অন্যত্র ফেরাতে চাচ্ছেন। খালেদা জিয়া বা শেখ হাসিনা অথবা বিএনপি বা আওয়ামী লীগের প্রতিহিংসা বা রেসারেসির মধ্যে সংকট নিহিত নয়। বাংলাদেশের বর্তমান সংকটের মূল হলো অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদ ব্যবস্থার সঙ্গে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরোধ, যা শুরু হয়েছে বিগত ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৫ সালে। এই দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া সৃষ্ট সংকট থেকে সুষ্ঠু ভাবে উত্তরণ সম্ভব নয়।

বিএনপি ও প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে মৌলবাদ সাম্প্রদায়িক শক্তির সুধীর বন্ধুত্ব বিদ্যমান। এমনকি সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী ও জঙ্গি তৎপারতায় উৎসাহদাতা শক্তির সঙ্গে বিএনপির গভীর সম্পর্ক এবং তারা সরকারের চালিকা শক্তি বলে প্রতিয়মান হয়। জোট সরকারের অভ্যন্তরে এবং সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে এদের প্রধান্য বেশী। এই অসুভ শক্তিই সংলাপের মূল বাধা। এদের সাথে বিএনপির সম্পর্ক ছিন্ন ছাড়া যে কোন সংলাপ ব্যর্থ হোতে বাধ্য। প্রধান মন্ত্রী যদি এই ব্যুহ ভেদ করে বেড় হয়ে আসতে চান, সে ক্ষেত্রে জোট সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, এমনকি বিএনপিও ভেঙ্গে যেতে পারে।

ফার ইষ্টার্ন ইকনমিক রিভিউ এর ৪ঠা এপ্রিল, ২০০২ সালে "A Cocoon of Terror by Bertil Linder" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর জোট সরকার বিষয়টি অস্বীকার করেণ এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট সংক্রান্ত আওয়ামী-বাকশালী প্রচার বলে দাবী করেন। বিগত ২০০১ সালের সাধারণ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভের পর জোট সরকার আত্মম্ভরিতা ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শন পূর্বক এককভাবে নিজেদের ইচ্ছামাফিক দেশ পরিচালনা ও দেশ তালেবানাইজেশন প্রক্রিয়ায় রহস্যজনক নিরবতা এবং উগ্র মৌলবাদের বিরুদ্ধ কণ্ঠস্বরকে দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী ভারতীয় দালাল আখ্যায়িত করতঃ সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে মৌলবাদী সন্ত্রাসী মহল আরো উৎসাহিত হয়ে তাদের তৎপরতা বহুগুন বৃদ্ধি করে প্রকাশ্যে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করতে থাকে, যার বহির্প্রকাশ বিগত ২১শে আগষ্টের ঘটনা। দেশের বিভিন্ন স্থানে উগ্রসাম্প্রদায়িক শক্তির ট্রেনিং ক্যাম্প, বিপুল অস্ত্রভান্ডার উদ্ধার, উত্তরবঙ্গে বাংলা ভাইয়ের তান্ডব সরকার অস্বীকার করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে বিশ্বময় মৌলবাদী সন্ত্রসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ রাষ্ট্রদূতও (যিনি সব সময় সকল বিষয় বাংলাদেশ সরকার এবং বিরোধী দলকে উপদেশ দিয়ে থাকেন) বিষয়টি দেখে না দেখার ভান করছে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সাহেব জঙ্গি মৌলবাদী পৃষ্ঠপোষক জোট সরকার কর্তৃক পরিচালিত বাংলাদেশকে মডারেট গণতান্ত্রিক মুসলিম দেশ সনদ পত্র দিয়ে জোট সরকার এবং সরকারের অংশ জামাতকে গনতান্ত্রিক দল আখ্যায়িত করে উৎসাহিত করতে থাকায় জঙ্গি মৌলবাদীরা মহোৎসাহে প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক সংগঠনের উপর হামলা চালাতে থাকে।

এমতাবস্থায় মডারেট মুসলিম গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান মন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে তার নির্দেশ সত্ত্বেও বাংলা ভাই গ্রেপ্তার হয়নি। তিনি অপহৃত জামালউদ্দীনের পরিবারকে আশ্বাস দেয়া সত্ত্বেও তাকে উদ্ধার করতে পারেননি। একের পর এক সাংবাদিক হত্যার কুলকিনারা করতে পারেননি। চট্টগ্রামে অস্ত্রচালান ধরা পড়ার পর তার সরকার ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়েছে। সিলেটের মাজারে বোমা হামলা, বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ও সিলেট মেয়রের উপর গ্রেনেট হামলার কোন গ্রহনযোগ্য সুরাহা করতে তার সরকার ব্যর্থ হয়েছে। শেখ হাসিনার জীবননাশের উপর একের পর এক হুমকি এসেছে, প্রধান মন্ত্রী বলেছেন " ওনাকে আবার কে মারবে"? এসব কি শুধু ব্যর্থতা, নাকি তার অসহায়ত্ব? বর্তমানে প্রধান মন্ত্রী কি তার অসহায়ত্বের কথা বলার জন্য সংলাপে বসতে চান, নাকি এটা তার রাজনৈতিক কৌশাল বা চাল? অর্থ্যাৎ ৮/২১ এর ঘটনায় উদ্ভুত পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য কালক্ষেপন।

বিগত ২১শে আগষ্টের ঘটনাটি ছিল বাংলাদেশের গণতন্ত্রের উপর আঘাত, যা বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও বুশ, কফি আনানসহ সকল বিদেশী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু জোট সরকারের অংশ জামাতকে উৎসাহিত করে মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের জঙ্গি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সহায়তা করে আফগানিস্থান পরিস্থিতি সৃষ্টি করতঃ বাংলাদেশে "মুসলিম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়" বিশ্বাসী নামক তৃতীয় শক্তির উদ্ভাবনের পথ প্রসস্ত করে চলছে। এই গোষ্ঠিই বৃহত্তর বাংলাদেশের প্রবক্তা। আওয়ামী লীগের উপর চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই গোষ্ঠিই ২১শে আগষ্টের ঘটনা ঘটায়ে এবং অসহায় প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সংলাপ প্রস্তাব দিতে বাধ্য করে এবং নাটেরগুরু মার্কিন রাষ্ট্রদূত সংলাপে বসার জন্য শেখ হাসিনাকে উপদেশ দিতে থাকে। সংলাপে শেখ হাসিনা মৌলবাদী গণতন্ত্রে আস্থা স্থাপন করলে কারজাই হয়ে ক্ষমতায় যাবেন, অন্যথায় ভবিষ্যতে বেহেস্তের পথ দেখবেন।

পিতার পথ অনুসারি বেহেস্তের পথযাত্রী শেখ হাসিনা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদে বিশ্বাসী বিরোধী শক্তির ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের পদত্যাগসহ ছয় দফা দবিতে সংলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। ছয় দফা দাবির মধ্যে রয়েছেঃ (১) আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, হত্যাকান্ড ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ নেতৃবৃন্দকে হত্যা প্রচেষ্টাসহ সকল বোমা ও গ্রেনেড হামলার বিচার, হুমায়ন আজাদ, মানিক সাহা, মঞ্জুরুল ইমাম, আহসানউল্লাহ মাষ্টার হত্যাকান্ডের বিচার, (২) চট্টগ্রাম, বরগুনা, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, সিলেট, বগুড়াসহ সশস্ত্র সাম্প্রদায়িক ঘাঁটি নির্মূল, (৩) সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ, (৪) ৭২ 'র সংবিধান পুনপ্রতিষ্ঠা, (৫) বন্ধ কলকারখানা চালু ও (৬) বিএনপি-জামাত সরকারের পদত্যাগ।

বঙ্গবন্ধুর মত শেখ হাসিনা যদি ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে উপরুক্ত ছয় দফার ভিত্তিতে বাম দলগুলির সাথে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতঃ গণমানুষকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়, তবে বাংলাদেশে অচিরেই ১৯৭০-৭১ সালের পুনার্বৃত্তি ঘটার পথ রোধ করা সম্ভব হবে না। বৃহত্তর মুসলিম বাংলাদেশ সৃষ্টি ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সম্ভব নয়, তবে দুই বঙ্গ একত্রিত হবে কিনা? তা আগামী ইতিহাস নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য ভারত বিদ্বেষী শিল্প মন্ত্রী রাজাকার নিজামী ভারতের শিল্পপতি টাটার ২০ মিলিয়ন ডলার বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। অন্যদিকে জোট সরকার ২১শে আগষ্টের ঘটনার জন্য ভারত ও আওয়ামী লীগ দায়ী করে চলছে।

সেতারা হাশেম ৯/০৩/০৪